যুগান্তর

তারিখ 28 APR 2015
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ১

ইবিতে অস্ত্রের মহড়া সংঘর্ষের আশংকা

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের সভাপতি গ্রুপের কাজী মেজবাহ উদ্দিন নামের এক কর্মীকে মারধরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুখোমুখি অবস্থানে রয়েছে ইবি ছাত্রলীগের একাংশ ও বহিরাগতরা। গত দু'দিন স্থানীয় বহিরাগতদের সঙ্গে ছাত্রলীগের সম্পর্কের টানাপোড়নের কারণে ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের আনাগোনা বেড়েই চলেছে। এদিকে উভয় গ্রুপ নিজেদের শক্তি জানান দিতে ক্যাম্পাসে অবৈধ অস্ত্রের মজুদ বাড়াচ্ছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা নিশ্চিত করেছে। পুলিশের সামনে অস্ত্রের প্রদর্শনী হলেও নিশ্চুপ রয়েছে তারা।

প্রত্যক্ষদর্শী ও দলীয় সূত্রে জানা যায়, শনিবার বিকালে ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বহিরাগতদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয় ইবি ছাত্রলীগের সভাপতি গ্রুপের কর্মী শিশির ইসলাম বাবু ও মেসবাহ উদ্দিনের। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীর ছেলে রাতুল, স্থানীয় নেজাম উদ্দিন জোয়ার্দারের ছেলে রবুনুজ্জামান রকি, অন্ত (বাংলা ২০১৩-১৪) ইংরেজি ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র আল-আমিন ইসলাম রানার ছোট ভাই রনিসহ ৭-৮ বহিরাগতরা মিলে ক্যাম্পাস পার্শ্ববর্তী শেখপাড়া বাজার এলাকায় অবস্থিত 'ভাইভাই' মেস থেকে ছাত্রলীগ কর্মী কাজী মেজবাহ উদ্দিনকে (কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ) মারধর করে। এতে সে গুরুতর আহত হয়। এই খবর ছাত্রলীগ কর্মীদের মাঝে ছড়িয়ে পড়লে ছাত্রলীগ কর্মী শিশির ইসলাম বাবুর (কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ) নেতৃত্বে ১৫-২০ জনের একটি গ্রুপ রামদা, চাপাতি, রড, হকিস্টিক, আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে বঙ্গবন্ধু হল থেকে বের হয়। এ সময় তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ক্রিকেট মাঠে এবং জিমনেসিয়ামের সামনে দুই রাউন্ড গুলি করে। এতে ক্যাম্পাসে ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। পরে তারা ছাত্রলীগ কর্মীকে পিটানোর সঙ্গে জড়িত সন্দেহে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী আলতাফ হোসেনের ছেলে রাতুলকে খুঁজতে তার বাসায় যায়। এ সময় তাকে বাসায় না পেয়ে আলতাফ নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই কর্মচারীকে উঠিয়ে এনে বঙ্গবন্ধু হলে আটকে রাখে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। পরে খবর পেয়ে পুলিশের সহায়তায় সহকারী প্রক্টর আলতাফ হোসেন তাকে উদ্ধার করে বাসায় পৌঁছে দেয়। পরে ক্ষুব্ধ ছাত্রলীগ কর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক আটকিয়ে রাতেন গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দেয়। খবর পেয়ে প্রক্টর প্রফেসর ড. লোকমান হাকিম ঘটনাস্থলে এসে বিচারের আশ্বাস দিলে তারা হলে ফিরে যায়।

এ দিকে রোববার সন্ধ্যার পর ছাত্রলীগ কর্মী কাজী মেজবাহ উদ্দিনকে পেটানোর সঙ্গে জড়িত সন্দেহে স্থানীয় নিজাম উদ্দিন জোয়ার্দারের ছেলে রবুনুজ্জামান রকি (বাংলা ১৩-১৪) অন্ত, (বাংলা-১৩-১৪) রনিসহ ৪-৫ জনকে পিটিয়ে রক্তাক্ত করে ছাত্রলীগের কর্মীরা। এই খবর ক্যাম্পাস পার্শ্ববর্তী শেখ পাড়া এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে এলাকাবাসী। পরে তারা ইংরেজি ২০০৭-৮ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র আল-আমিন ইসলাম রানার নেতৃত্বে স্থানীয় বহিরাগতরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিকেট মাঠে অবস্থান নেয়। অন্যদিকে ছাত্রলীগ অবস্থান নেয় বঙ্গবন্ধু হল এলাকায়। এ বিষয়ে ছাত্রলীগের সভাপতি সাইফুল ইসলাম বলেন 'ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে সুষ্ঠ পরিবেশ বজায় রাখার জন্য চেষ্টা অব্যহত রেখেছে। যারা ছাত্রলীগের কর্মীকে মারধর করেছে তাদের ছাড় দেয়া হবে না।' অস্ত্রের প্রদর্শনীর বিষয়টি তিনি অস্বীকার করেন।' প্রক্টর প্রফেসর ড. লোকমান হাকিম বলেন 'বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্ত পরিবেশে যারা অস্ত্রের ঝনঝনানি দিয়ে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করার পাঁয়তারায় লিপ্ত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। হোক সে বহিরাগত বা ছাত্রলীগের কেউ।'